দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 11 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ .....

শিক্ষার জন্য খাদ্য ঃ শিক্ষার্থীদের চেয়ে অভিভাবকদের আগ্রহই বেশি

❑ আগামী বাজেটে বরাদ্দ কমে যাচ্ছে

রাশেদ আহমেদ ॥ শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচিতে আগামী অর্থবছরে বরাদ্দ কমে যাচ্ছে। চলতি বছরের চেয়ে আগামী বছরে এই খাতে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩০ কোটি টাকা কম। আগামী ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচিতে বাজেট ধরা হয়েছে ৩৪৫ কোটি টাকা। চলতি বছরে বরাদ্দ ছিল ৩৭৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার এই কর্মসূচিতে বছরশেষে ৩৩০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে বলে মন্ত্রণালয়ের এক সূত্রে জানা গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, আগামী অর্থবছরে সরকার এই কর্মসূচি পরিবর্তন করার চিন্তা-ভাবনা করেছিল, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে বিএনপি রাজনৈতিক ইস্যু দাঁড় করাতে পারে এই আশংকায় কর্মসূচি পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারেনি। তিনি বলেন, এই কর্মসূচিটি বিগত বিএনপি সরকারের লোক দেখানো কর্মসূচি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এতে সফলতার চেয়ে সমস্যাই বেশি হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাল অথবা গম দেয়ায় তাদের মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তির মনমানসিকতার জন্ম দিচ্ছে শিক্ষার শুরু থেকেই। এছাড়া চাল/গম দেয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রী বাড়লেও লেখাপড়ার মান বাড়েনি।

দু'মাস আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করতে গিয়ে এই কর্মসূচিতে চাল/গম দেয়ার পরিবর্তে ছাত্রছাত্রীদের টিফিন অথবা বৃত্তি দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও করা হয়েছিল

বিএনপি সরকারের আমলে শুরু করা এই কর্মসূচির চার বছরের কার্যক্রমের উপর সম্প্রতি এক মূল্যায়ন রিপোর্ট করা হয়েছে। এই মূল্যায়নে কর্মসূচির সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে বলা হয়, কর্মসূচিভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও বাস্তবে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর নিয়মিত উপস্থিতি ও লেখাপড়ার মান হ্রাস পেয়েছে। খাদ্য সহায়তা পাওয়ার আশায় বিদ্যালয়ের ভর্তি রেজিস্টারে নাম রেজিস্ট্রি করেই অভিভাবকরা সন্তুষ্ট থাকছেন। তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা হচ্ছে কিনা এ সম্পর্কে কোন খোঁজখবর নিচ্ছে না। এছাড়া প্রধান শিক্ষকসহ সাধারণ শিক্ষকরা খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণ করায় স্কুলের পাঠদান কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান ব্যাহত করছে। অনেক ক্ষেত্রে খাদ্য বিতরণ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠছে। দেখা গেছে এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীর চেয়ে অভিভাবকদেরই আগ্রহ্য বেশি।

সমস্যাসমূহের মধ্যে আরো বলা হয়, এই কর্মসূচিভুক্ত ও কর্মসূচি বহির্ভূত এলাকায় সুযোগের বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। মূল্যায়ন রিপোর্টে কর্মসূচির বিকল্প হিসেবে খাদ্যের পরিবর্তে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়। এতে খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণের অতিরিক্ত ঝামেলা ও অপচয়সহ অন্যান্য সমস্যা এড়ানো সম্ভব হতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়।

এ সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিজি আজিজ আহমেদ চৌধুরী 'সংবাদ'কে বলেন, শিক্ষা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

শিক্ষা ঃ আগামী বাজেট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচি'র পরিবর্তন হওয়া দরকার। খাদ্যের পরিবর্তে ছাত্রছাত্রীদের পোশাক, খাতা, কলম, টিফিন অথবা আর্থিক সহায়তা দেয়াই ভালো কাজ হবে।

শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচি চালু হয়েছে ১৯৯৩ সালের জুলাই মাস থেকে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে এটি চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছে। বর্তমানে দেশের ৪৬০টি থানার ১,২৪৩টি ইউনিয়নে কর্মসূচি চালু রয়েছে। এই ইউনিয়নগুলোতে ১৬, ১৫৯টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত মোট ৪৯,৬০,৮১৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২২,৩৯,৮০৫ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর মধ্যে এই খাদ্য বিতরণ করা হয়।

১৯৯৩ সালে প্রথমে ৪৬০টি ইউনিয়নে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছিল। তখন ৭,০৬,৫১৯ জন ছাত্রছাত্রীকে খাদ্য দেয়া হতো। প্রকল্প চালু করার প্রথম বছরে অর্থ ব্যয় ছিল ৬৮ কোটি ৩১ লাখ ৮৪ হাজার টাকা। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ সালে তা বাড়িয়ে ১৯৩ কোটি ৪৫ লাখ ৯৩ হাজার টাকা করা হয় এবং ইউনিয়নের সংখ্যা বাড়িয়ে এক হাজার করা হয়।